যুগান্তর

তারিখ ............

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...৭...

# বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সংকট

অর্থমন্ত্রীর সহিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্মকর্তাদের আলোচনায় নয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট গুরুত্ব পাইয়াছে। স্বায়ত্তশাসিত এই সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিকভাবে প্রায় পুরোপুরি সরকারের উপর নির্ভরশীল। বুধবারের বৈঠকে মঞ্জুরি কমিশনের পক্ষ হইতে জানানো হয়, অর্থ মন্ত্রণালয় বিশেষ পদক্ষেপ না লইলে তিন শতাধিক শিক্ষককে ঈদের পূর্বে বেতন-ভাতা পরিশোধ করা সম্ভব হইবে না। অর্থমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে তিন কোটি টাকা ছাড় করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া সমস্যার সাময়িক সমাধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির নিরঙ্কুশ সরকার-নির্ভরতা আর কতকাল চলিবে, সেই প্রশ্নের সুরাহা হয় নাই। পেনশনভোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, গ্যাস-বিদ্যুৎ-জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি, বাজেটের বাহিরে জনবল নিয়োগ, নূতন বিভাগ চালু, নিজস্ব নিয়মে পদোন্নতি প্রদান প্রভৃতিকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। একই সঙ্গে কমিয়াছে সরকারের বরাদ্দ। আর্থিক সংকট ও বাজেট ঘাটতিতে তাই অস্বাভাবিকতা নাই। গত পাঁচ বৎসরে নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৫৬ কোটি টাকা। দেশে এখন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অর্ধশতেরও বেশি। সেশনজট ও ক্যাম্পাসে সহিংসতাসহ নানাবিধ সমস্যা থাকিলেও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পছন্দ মূলত সরকারি অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই। এইগুলিতে ভর্তি হইতে না পারিলেই কেবল তাহারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কথা বিবেচনা করে। এই আকর্ষণের একটি কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে নামমাত্র ছাত্র বেতন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয়। দেশের সেরা শিক্ষকদের উপস্থিতিও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই বেশি। ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, পরিবহনসহ অন্যান্য যে সুবিধা এই সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা ভোগ করে, বিপুল ব্যয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা অকল্পনীয়। এই পরিস্থিতিতে বহুকাল পূর্ব হইতে চালু হারে বেতন ও সিট ভাড়া বহাল থাকিবে নাকি উহা যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইবে, সেই প্রশ্ন সঙ্গত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিবে অথচ আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির দায়ভার কিছুটা বহন করিবে না কেন? ১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র বেতন ও অন্যান্য চার্জ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করিলে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদের মুখে উহা সফল হয় নাই। তাহারা ইহাকে সরকারের শিক্ষা সংকোচনের নীতি বলিয়া সমালোচনা করিয়াছিল। এখন নূতন সরকারের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে যে জোরালো যুক্তি রহিয়াছে উহা অস্বীকারের উপায় নাই। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন ও আনুষঙ্গিক চার্জ স্কুলগুলির চাইতেও কম। এসএসসির চাইতে অনেক কম ফিস দিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়া যায়। তবে বর্ধিত চার্জ আদায় করিতে গিয়া দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ যেন কোনভাবেই বিঘ্নিত না হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা চাই। শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার- এই সত্য এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আয় বাড়াইতে গিয়া এই অধিকার লংঘন করা চলিবে না। নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিফট চালুর একটি উদ্যোগ রহিয়াছে। ভর্তি পরীক্ষায় অপেক্ষমাণদের তালিকা হইতে এই শিফটে ছাত্রছাত্রী বাছাই করা হইবে। তাহাদের ব্যয়ও তুলনামূলক বেশি পড়িবে। এই প্রস্তাবে ভর্তিচ্ছুদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়িয়াছে বলিয়াই জানা যায়। উচ্চশিক্ষার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চার্জ কিছুটা বৃদ্ধি করিলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা উহাকে খুব একটা অযৌক্তিক মনে করিবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা। ভাবাবেগ নয়, গোটা বিষয়টিকে দেখিতে হইবে বাস্তবতার নিরিখে। তবে মানব সম্পদ খাতে বিনিয়োগে সরকারকেই প্রধান ভূমিকা পালন করিতে হইবে। এমনকি বাজার অর্থনীতির মডেল দেশগুলিতেও শিক্ষা খাতে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ থাকে প্রচুর। সেইখানে বিভিন্ন ট্রাস্ট ও কল্যাণ তহবিল হইতেও দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ব্যয়ভার লাঘবে সাহায্য করা হয়। আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল শিক্ষার মান। জ্ঞান সাধনার সর্বোচ্চ পীঠস্থানের মর্যাদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হারাইয়া ফেলিতেছে কিনা সেই প্রশ্ন বিস্তর সঙ্গতভাবেই উঠিতেছে।